‘আমরা ধর্মীয় উন্মাদনা বা কট্টরপন্থিতায় বিশ্বাস করি না’

আমানউল্লাহ আমান এমপি
প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আমানউল্লাহ আমান। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ’৮০-এর দশক থেকে ’৯০-এর দশক পর্যন্ত আলোচিত ছাত্রনেতা এবং সর্বশেষে ডাকসু’র ভিপি, ’৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক। ছাত্র রাজনীতি থেকে সরাসরি জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব। বিএনপি’র সফল সংসদ সদস্য ও দলের তরুণ নীতি নির্ধারকদের অন্যতম। পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জন্য তার সুনাম থাকলেও বর্তমানে অভিযোগ এসেছে নির্বাচনী এলাকায় সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়ার। চলমান সময়ের বিভিন্ন আলোচিত বিষয়ের নানা দিক নিয়ে বেশ খোলামেলা কথা বললেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশে-বিদেশে চাকরি দেয়ার নামে নানা প্রতারণা করা হচ্ছে, সা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হচ্ছে। সরকার প্রতারকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না কেন?

আমানউল্লাহ আমান : এ ব্যাপারে কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এ ব্যাপারটা মূলত দেখে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

২০০০ : আপনাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল দেশে নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। সরকারের মেয়াদ ৪ বছর শেষ হতে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি কেন?

আমানউল্লাহ আমান : আপনারা জানেন যে সরকার গঠন করার পর আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চালু করে প্রশিক্ষণ দিয়ে অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করেছি। যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারা দেশে ও বিদেশে চাকরি পাচ্ছে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যারা বেকার তাদের জন্য প্রথমে প্রশিক্ষণ, তারপর সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। এরপর তাদেরকে মাসিক দুই হাজার করে টাকা দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পরেই তাদেরকে ঋণ দেয়া হচ্ছে যাতে করে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে, আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবশক্তি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে ঋণ পাচ্ছে। তারা ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

তাদের এই কর্মকান্ডে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং তাদের পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। এত দিন সরকার যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তাতে বেকার সমস্যা অনেকটা দূরিভূত হয়েছে। আমরা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনাদের সরকার গঠন প্রায় চার বছর হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সারা দেশে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল আইনজীবী দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

আমানউল্লাহ আমান : আমার তো জানা নেই দলের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে। তবে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব রয়েছে। আর এটা থাকবে তার মানে এই না যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছে। আমরা দলীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য মানুষের সেবা করা। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : সম্প্রতি হাইকোর্টে আইনজীবী দলের সংঘাত সারা দেশে আলোচিত হয়েছে।

আমানউল্লাহ আমান : এটা ছিল নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার বিষয়। জাতীয়তাবাদী আইনজীবীরাই নির্ধারণ করবে

আজ যা নতুন, আগামীকাল তা পুরাতন। আজকের শিশুরা আগামীতে নেতৃত্ব দেবে, দেশ চালাবে। সিনিয়ররা যদি জুনিয়রদের জায়গা না দেয়, তবে জুনিয়ররা তাদের মেধার বিকাশ ঘটাবে কীভাবে! বিএনপি’র রাজনীতিতে তারুণ্যের জোয়ারকে শুধু আমি নই, দেশবাসীও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে

কার নেতৃত্ব যুগোপযোগী। আইনজীবীদের ঘিরে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তবে সেখানে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হয়নি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিগত সময় তিনবার আপনি সরব ছিলেন। অর্থাৎ মিডিয়ার আলোচনায় ছিলেন। এবার প্রথম থেকেই মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু নীরব। এর পেছনে কি কারণ রয়েছে?

আমানউল্লাহ আমান : একজন সংসদ সদস্য হিসেবে দেশের মানুষের সেবা করাই মূল কাজ। আমি আমার অবস্থান থেকে সেটাই করছি। মিডিয়ামুখিতার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। মূল কৃতিত্ব হলো দেশের মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আমি আমার পক্ষ থেকে জনগণের সেবা করাটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর আলোচনায় নেই এটা বোধ হয় ঠিক নয়।

২০০০ : দেশের সাধারণ মানুষ মনে করে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারা। আগামী নির্বাচনে এই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বিএনপি'র জন্য বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনি কি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন?

আমানউল্লাহ আমান : আজকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বিগত বন্যা। বন্যার কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেশের ফসল এবং তরিতরকারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা সেটা কাটিয়ে উঠেছি। আজকে টিসিবি'র মাধ্যমে পেঁয়াজ, রসুন, তেল, ডাল আমদানি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য সরকার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ১০০% করেছি এটা বলব না। তবে এ কথা সত্য, আমাদের চেষ্টা আছে এবং আগামীতে থাকবে ইনশাল্লাহ।

২০০০ : আপনাদের ব্যর্থতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো আপনাদের সময়ে সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছে। দেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী রয়েছে বলে বিরোধী দল অভিযোগ করছে।

আমানউল্লাহ আমান : দেশে কোনো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নেই। আমাদের সময়ে দেশে সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেনি। জঙ্গি গোষ্ঠীকে ঘিরে বর্তমান সরকারের কোনো ব্যর্থতা নেই। আমরা ধর্মীয় উন্মাদনা বা কট্টরপন্থিতায় বিশ্বাসী নই। আর বিরোধী দলের অভিযোগ সত্য নয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমানে ছাত্রদলে অছাত্র ও সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্তদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এর পেছনে কি কারণ রয়েছে?

আমানউল্লাহ আমান : '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাই মূল ভূমিকা পালন করেছে। তারপর এখন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমান সময়ে টিকে থাকার জন্য মেধার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা হয়েছে। নেতৃত্ব দিতে মেধাবী ছাত্র নেতারাই এগিয়ে আসছে। সেভাবেই ছাত্র নেতৃত্ব আজকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সে জন্য ছাত্রনেতাদের আজ খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া, দুর্যোগ দুর্বিপাকে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করার আদর্শে গড়ে তোলা হচ্ছে। আমি মনে করি ছাত্রদলে অছাত্র সন্ত্রাসী নয়, অনেক মেধাবী মুখও রয়েছে।

২০০০ : কিন্তু এই ছাত্রদলের নেতাদের নাম যদি হয় ডগ শিশির, ডাইল আশরাফ, চাঁদাবাজ মামুন, হেরোইঞ্চি সোহাগ এটাকে আপনি কিভাবে দেখবেন?

সংবাদ সম্মেলনে বিরোধীদলীয় নেতা যে বক্তব্য রেখেছে তা সম্পূর্ণ অসত্য। কেরানীগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান ও মাল রক্ষায় প্রশাসন যদি কোনো ভূমিকা রাখে তার জন্য তাদের দোষারোপ করা সঠিক হবে না। প্রশাসন জনগণের স্বার্থে যা যা করার দরকার তা করবে। এখানে ওসি বা ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত কোনো ভূমিকা নেই। জনগণের শান্তির জন্য, জান ও মাল রক্ষার জন্য প্রশাসন যা করার দরকার তা করছে

আমানউল্লাহ আমান : আমার জানা মতে, এ ধরনের অদ্ভুত নামের কেউ ছাত্রদল নেতা হতে পারে না। এ নামের কেউ বর্তমানে ছাত্রদলে নেই। সন্ত্রাসীদের স্থান কখনোই ছাত্রদলে হবে না।

২০০০ : বর্তমানে দেশে ছাত্রনেতাদের কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আমানউল্লাহ আমান : বিষয়টি সত্য নয়। বর্তমানে যারা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমি তাদের যথেষ্ট যোগ্য ও মেধাবী মনে করি।

২০০০ : সফল ছাত্রদল নেতা ডাকসুর ভিপি সংসদ সদস্য, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। এর মধ্যে কোন পরিচয় দিতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

আমানউল্লাহ আমান : আমার মূল পরিচয় আমি শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিক। আমি বিএনপি'র একজন কর্মী এই পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করি।

২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা বিরোধী দল দিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের চিন্তা-ভাবনা কি?

আমানউল্লাহ আমান : দেশে বর্তমানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। বিরোধী দলের উচিত তাদের যে কোনো দাবি সংসদে এসে উত্থাপন করা। সংসদে আলোচনায় এলে বিষয়টি আমরা বিবেচনায় আনব।

২০০০ : আপনাদের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করা হবে। ৪ বছরে হলো না। বাকি ১ বছরে হবে কি?

আমানউল্লাহ আমান : আমরা ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেছি বিচার বিভাগীয় কর্ম-কমিশন গঠন করার মাধ্যমে দেশের মানুষের স্বার্থে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ অচিরেই শুরু হবে।

২০০০ : আপনি কেরানীগঞ্জ থেকে ৪ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বশেষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বিস্তর ভোটের ব্যবধান রয়েছে। তারপরেও কেরানীগঞ্জে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের অত্যাচার-নির্যাতন করা হচ্ছে কেন?

আমানউল্লাহ আমান : আমার জানা মতে, কেরানীগঞ্জে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের কোনো অত্যাচার- নির্যাতন করা হয় না বরং বিরোধী দল নির্বিঘ্নে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিরোধী দলকে নির্যাতন করি না বলেই আমার সমর্থন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০০ : কেরানীগঞ্জে আপনি উন্নয়ন করেছেন যার ফলে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও বিরোধী দল নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে ঢাকায় সাংবাদ সম্মেলন করেছে। তারা সন্ত্রাসের জন্য আপনাকে এবং থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমানকে দায়ী করেছে।

আমানউল্লাহ আমান : সংবাদ সম্মেলনে বিরোধীদলীয় নেতা যে বক্তব্য রেখেছে তা সম্পূর্ণ অসত্য। কেরানীগঞ্জের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান ও মাল রক্ষায় প্রশাসন যদি কোনো ভূমিকা রাখে তার জন্য তাদের দোষারোপ করা সঠিক হবে না। প্রশাসন জনগণের স্বার্থে যা যা করার দরকার তা করবে। এখানে ওসি বা ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত কোনো ভূমিকা নেই। জনগণের শান্তির জন্য, জান ও মাল রক্ষার জন্য প্রশাসন যা করার দরকার তা করছে।

২০০০ : ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ

রয়েছে তিনি আপনার নিকটাত্মীয় পরিচয় দিয়ে বিরোধী দলের কর্মীদের নির্যাতন করেন?

আমানউল্লাহ আমান : বিষয়টি সত্য নয়। সে আমার নিকটাত্মীয় নয়। আমার কাছ থেকে কোনো সুবিধা পায় না। আমি তাকে কোনো ব্যাপারে প্রশ্রয় দেই না।

২০০০ : আপনাদের এই ভূমিকার মধ্যেও কেরানীগঞ্জে মাদক ব্যবসা চলছেই, বিরোধী দলের কর্মীরা নির্যাতিত হচ্ছে...

আমানউল্লাহ আমান : আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। জনগণকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। চিহ্নিত মাদক স্পটগুলো ধ্বংস করেছি। মাদকমুক্ত এলাকা গঠন করা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, মাদক ব্যবসায়ীদের আইনের হাতে সোপর্দ করা এগুলো অব্যাহত রেখেছি। আমি নিজে রাত ৩টার সময় বিভিন্ন স্পটে গিয়ে মাদকসেবীদের ধরিয়ে প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছি। কেরানীগঞ্জকে মাদকমুক্ত করার ক্ষেত্রে আমার আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। আমি আগেও বলেছি বিরোধী দলের কর্মীদের নির্যাতন করা হয় না।

২০০০ : মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রশাসনের সুসম্পর্ক থাকার জন্যই কি আপনি সফল হচ্ছেন না?

আমানউল্লাহ আমান : না তা নয়। মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রশাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি সফল হইনি এটা ঠিক নয়।

২০০০ : আপনি যখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তখন সারা দেশে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে দুর্নীতিবাজ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে আপনার মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের নজির নেই কেন?

আমানউল্লাহ আমান : আমি আমার অবস্থান থেকে যেটুকু দায়িত্ব পালন করার সেটুকু করেছি। এখন যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। আমি যে মন্ত্রণালয়েই যাই না কেন, ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার।

২০০০ : সারা দেশে একযোগে বোমা ফাটিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সঙ্গে কারা জড়িত বলে আপনি মনে করেন?

আমানউল্লাহ আমান : আগাম কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তবে যারাই এ কাজ করে থাকুক না কেন, তারা দেশ ও জাতির শত্রু। বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসবে ঘৃণ্য বোমাবাজির সঙ্গে কারা জড়িত।

২০০০ : দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিরসন করার জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দল একসঙ্গে বসা উচিত বলে দেশবাসী মনে করে। আপনি কী মনে করেন?

আমানউল্লাহ আমান : আমি বাংলাদেশেরই একজন নাগরিক। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমিও মনে করি সরকারি দল ও বিরোধী দল একসঙ্গে বসে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে।

২০০০ : সে ক্ষেত্রে সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতটুকু আন্তরিক!

আমানউল্লাহ আমান : দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। দেশের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন।

২০০০ : বিএনপিতে তারুণ্যের জোয়ার দেখা যাচ্ছে। শোনা যায় অধিকাংশ সিনিয়র নেতাই এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না। বিষয়টি কতটুকু সত্য?

আমানউল্লাহ আমান : আজ যা নতুন, আগামীকাল তা পুরাতন। আজকের শিশুরা আগামীতে নেতৃত্ব দেবে, দেশ চালাবে। সিনিয়ররা যদি জুনিয়রদের জায়গা না দেয়, তবে জুনিয়ররা তাদের মেধার বিকাশ ঘটাবে কীভাবে! বিএনপি'র রাজনীতিতে তারুণ্যের জোয়ারকে শুধু আমি নই, দেশবাসীও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। যার প্রমাণ ২০০১-এর সাধারণ নির্বাচন। আর সিনিয়র তারুণ্যের জোয়ারকে ভালোভাবে নিচ্ছে না এটা আদৌ সত্য নয়। নবীনের তারুণ্য আর প্রবীণদের প্রজ্ঞা নিয়ে বিএনপিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**

সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3